গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতা অবহিতকরণ ১ম ত্রৈমাসিক (২০২০-২১) সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২৪/০৯/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
সভার সময়	দুপুর ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তন।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হলো।

আলোচনা :

দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতা অবহিতকরণ সভা গত ২৪-০৯-২০২০ তারিখে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, বর্তমানে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীর বিস্তার একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। করোনা ভাইরাস জনিত মহামারীর কারণে অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা এবং গবেষক/পাঠক সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। সকলকে অফিসে প্রবেশের পূর্বে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুঁইয়ে এবং থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে অতঃপর অফিসের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে।

সভাপতি বলেন যে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর একটি গবেষণা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশী বিদেশী গবেষক ও পাঠক এ অধিদপ্তরে গবেষণা করতে আসেন। অধিদপ্তর সকল কর্মকান্ডে জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী।

সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতা অবহিতকরণ সভায় সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা বড় পরিসরে আয়োজন করা প্রয়োজন। তাতে আমাদের কর্মকান্ড ও সেবাপ্রদান সম্পর্কে পাঠক/গবেষক জানতে পারবেন। কিন্তু কোভিড-১৯ ভাইরাসজনিত মহামারীর কারণে সীমিত পরিসরে আয়োজন করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে যখন করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখন ব্যাপক পরিসরে এ সভা আয়োজন করা হবে।

অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, মাত্র ৫০/ (পঞ্চাশ) টাকা বা ১০০/- (একশত) টাকার বিনিময়ে পাঠক/গবেষক জাতীয় আরকাইভস অথবা জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষক কার্ড/পাঠক কার্ড গ্রহণ করে সেবা নিতে পারেন। তিনি বলেন যে, গবেষক বা পাঠকদের জন্য কোন ক্যান্টিন নাই। ক্যান্টিন পরিচালনার জন্য যে সকল সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন তা সংস্থান করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত সংখ্যক গবেষক বা পাঠক অধিদপ্তরের জাতীয় আরকাইভস এবং জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সেবা নিতে পারছেন। তিনি গবেষক ও পাঠকদের কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান। তিনি সাবান পানি দিয়ে হাত ধুঁয়ে এবং থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মেপে অফিসের ভিতরে প্রবেশের অনুরোধ জানান। তিনি গবেষক ও পাঠকদের গবেষণা কক্ষে/পাঠককক্ষে অবস্থানকালীন সময়ে মাস্ক পরিধান করার অনুরোধ জানান।

অতঃপর সভায় উপস্থিত সেবাগ্রহীতাদের মধ্য থেকে কয়েকজন গবেষক ও পাঠক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নিম্নরুপ-

জনাব আজিজুল রাসেল বলেন যে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে অসাধারণ সেবা পাচ্ছেন।তিনি বলেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আরকাইভসে গবেষণা সেবা পেতে প্রচুর সময় নষ্ট হয়। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে খুব সহজেই গবেষণা সেবা পাওয়া যায়। চাহিদাপত্র দেওয়ার পর অতি দ্রুত সেবা পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, গবেষণা সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সেবা প্রদানে খুবই আন্তরিক। তিনি বলেন ওয়াশরুমের জানালায় স্বচ্ছ কাঁচ লাগানো বিধায় বাইরে থেকে ওয়াশরুমের ভিতরে দেখা যায়। তিনি স্বচ্ছ কাঁচের উপর অস্বচ্ছ আচ্ছাদন লাগানোর অনুরোধ জানান। এছাড়া ওয়াশরুমের টয়লেটের ফ্লাশ ঠিক করা, হ্যান্ড শাওয়ার লাগানো এবং ওয়াশরুমে ভেন্টিলেটর লাগাতে অনুরোধ করেন।

জনাব তরুন দাস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, জাতীয় গ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকার নাই। সাধারণ পাঠকের প্রবেশাধিকারসহ গাইড বই সরবরাহের অনুরোধ জানান। যার যার কর্ম সঠিকভাবে পালন করাতে হবে। সেবা দাতা ও সেবাগ্রহীতা সবাইকেই জবাবদিহি করার মানসিকতা থাকতে হবে। তিনি বলেন যে, করোনাপূর্ব সময়ে জাতীয় গ্রন্থাগার অতিরিক্ত তিন ঘন্টা খোলা রাখা হত। অতিরিক্ত তিন ঘন্টা সময় এখন খোলা রাখা হয় না। তিনি অতিরিক্ত তিন ঘন্টা খোলা

রাখার অনুরোধ করেন।

জনাব শাহরিয়ার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, পাঠকক্ষে এসি দেওয়া হয়েছে যা পাঠকের লেখাপড়ার পরিবেশের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। তিনি আরও বলেন, পাঠকক্ষে একটি ফ্যানের প্রয়োজন ছিল। তিনি ফ্যান চাওয়া মাত্রই পেয়েছেন। এজন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি পাঠকক্ষে গাইড বই সরবরাহের অনুরোধ জানান।

জনাব পপি খাতুন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, জবাবদিহিতা চর্চার মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার প্রত্যয় বাস্তবায়িত হবে। তিনি আরও বলেন, ছোট ছোট ভালকাজ করার মাধ্যমে সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। তিনি আরও বলেন যে, যার যার অবস্থান থেকে কাজ করাটাই প্রকৃত দেশপ্রেম।

জনাব তৌহিদুল হাসান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক গবেষককে নথি সরবরাহ করার পর অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নথি ব্যবহার করতে অনুরোধ করা হয়। গবেষকগণ তা মেনে চলেন। সবাইকে তা মেনে চলা উচিত। তিনি গবেষকদের গবেষণা সেবা প্রদানের পূর্বে নথি ব্যবহার সম্পর্কে কমপক্ষে দশ মিনিটের প্রশিক্ষণ দেওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। তিনি গ্রন্থাগার ভবনে গবেষকদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করাসহ বসার ব্যবস্থা বাড়ানোর অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) জাতীয় আরকাইভসের ওয়াশরুমের জানালায় স্বচ্ছ কাঁচ লাগাতে হবে। কাঁচের উপর অস্বচ্ছ আচ্ছাদন স্থাপন করতে হবে।
২) টয়লেটের ফ্লাশ ঠিক করতে হবে।
৩) টয়লেটে হ্যান্ড শাওয়ার লাগাতে হবে।
৪) অফিস সুপারিনটেনডেন্ট প্রতিদিন ওয়াশরুমসমূহ পরিদর্শন করবেন।
৫) মাইক্রোফিল্ম অফিসার জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ওয়াশরুমসমূহ পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।
৬) গবেষণা কক্ষে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। স্থান চিহ্নিত করে টিউবলাইট লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৭) গবেষণা কক্ষে ও পাঠকক্ষে ঘড়ি সরবরাহ করতে হবে।

সভায় আর কোনও আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফরিদ আহমদ ভূঁইয়া
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪৩.২৫.০০০০.০১৫.১৮.০০১.১৯.৪৪

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৭
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) পরিচালক (আরকাইভস), পরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
২) সভাপতি, এপিএ কমিটি এবং প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (প্রয়োজনীয় কার্যার্থে)
৩) উপপরিচালক (আরকাইভস) (চলতি দায়িত্ব), উপপরিচালক (আরকাইভস) এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৪) চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), চিফ বিবলিওগ্রাফার/উপপরিচালক এর দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
৫) সকল কর্মকর্তা, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬) মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৭) সংশ্লিষ্ট নথি।

মোঃ আলী আকবর